যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ...

উপদ্রুত এলাকার শিক্ষার্থীরা বই পাবে বিনামূল্যে

মুশতাক আহমদ

ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার লাখ লাখ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া নির্বিঘ্ন ও পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করছে সরকার। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন পর্যন্ত নিরূপণ হয়নি। প্রাথমিকভাবে ১১ জেলাকে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ে চলছে হিসাব-নিকাশ। তবে এ উদ্যোগেরই অংশ হিসেবে সোয়া লাখ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের টাকা মওকুফ করা হয়েছে। বিনামূল্যে দেয়া হবে পূর্ণ সেট বই। দ্বিতীয় ধাপে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হবে নতুন শিক্ষাবর্ষে। আর এখন যদি ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা বইয়ের অভাবে পরীক্ষা দিতে না পারে, তবে তাদের দেয়া হবে 'অটো প্রমোশন'। এছাড়া এক মাসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করে তা চালুর উপযোগী করা হবে। এসব কাজ সামনে রেখেই

বই : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

বই : বিনামূল্যে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ে বুধবার থেকে এক ধরনের 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সব ধরনের সরকারি ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের অফিসে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ মুহূর্তে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ফি ও বই সহায়তা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ/সংস্কারে সরকারের মোট ব্যয় হবে প্রায় ১১০ কোটি টাকা। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই বাবদ খরচের হিসাব এখনও চলছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিরূপণের কাজ চলছে বর্তমানে। দু'একদিনের মধ্যে তা জানা যাবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র জানায়, বই সহায়তার সিদ্ধান্ত প্রধান উপদেষ্টা ২৬ নভেম্বর অনুমোদন করেছেন। তার আগে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় তা নীতিগতভাবে অনুমোদন হয়। এবার সর্বমোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৫৭ জন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে অর্থ ও বই দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে পরীক্ষার্থী বিনা টাকায়ই ফরম পূরণের সুযোগ পাবে। লেখাপড়ার জন্য পাবে পূর্ণ সেট বই। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অর্থ ও বই সহায়তা কার্যক্রমের জাতীয় কমিটির সমন্বয়ক অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার জানান, শুধু বই দেয়া হলে সেজন্য সরকারের প্রায় পৌনে ৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রাথমিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে। পরে আরও বাড়তে পারে। তিনি বলেন, এ মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা ও বইমুখী করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করাটাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে। তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে রাজস্ব খাত থেকে উন্নয়ন খাতে স্থানান্তর করা ৯০ কোটি টাকা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

বুধবার যুগান্তরের শীর্ষ সংবাদ ছিল ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার ৬ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা অনিশ্চিত। সহায়-সম্বল হারানোর পাশাপাশি বই-খাতা এবং প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, বুধবারই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী ভবন নির্মাণ/সংস্কার এবং ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ফি মওকুফ ও বই সহায়তা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের পত্র জেলায় পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে পাঠানো হয়েছে নির্দেশনা। এ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় পাঁচ সদস্যের মনিটরিং কমিটি হবে। জেলায় ডিসি ও উপজেলায় টিএনওকে আহ্বায়ক এবং জেলা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন প্রতিষ্ঠান প্রধান, একজন ইঞ্জিনিয়ার, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় ইউডি। যেসব ভবন পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে, তার পরিবর্তে ১২০ ফুট বাই ২০ ফুট অস্থায়ী ভবন মূল ভিটির বাইরে টিন, চাটাই এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি করতে হবে। কেননা এসব স্থানে আগামী এক বছরের মধ্যে সাইক্লোন সেন্টার-কাম-স্কুল/মাদ্রাসা নির্মাণ করা হবে। সংস্কার ও নির্মাণ কাজ 'ডিরেক্ট প্রকিউরমেন্ট মেথড'-এর আওতায় সরাসরি কার্যাদেশ দিতে হবে। কমিটি কাজ তদারকি করবে। অস্থায়ী ভবনের জন্য ২ লাখ টাকা এবং আসবাবপত্র কেনার জন্য ৫০ হাজার টাকা দেয়া হবে। আর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারে ৫০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকার এ পর্যন্ত ৫৮২টি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ও ৩০৫৭টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮ কোটি ৭৬ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। তবে সরকার আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দেবে।

ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে সংস্কার এবং পুনর্বাসন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে এক ধরনের 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে রাত অবধি কর্মকর্তারা বসে আছেন ডেস্কে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাগুলোকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে কর্মকর্তাদের মাঝে। অতিরিক্ত সচিব জানান, কর্মকর্তারা রাত পর্যন্ত অফিসে বসে থাকবেন. প্রত্যেক কর্মকর্তাকে ৪/৫টি করে উপজেলা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তারা মন্ত্রণালয়ে বসে মনিটরিংয়ের পাশাপাশি সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় মনিটরিং টিমকে যে কোন প্রয়োজন বা সমস্যায় তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে বা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার সুযোগ থাকবে। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিজ নিজ এলাকায় যাবেন।